সংবাদ

তারিখ 09 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

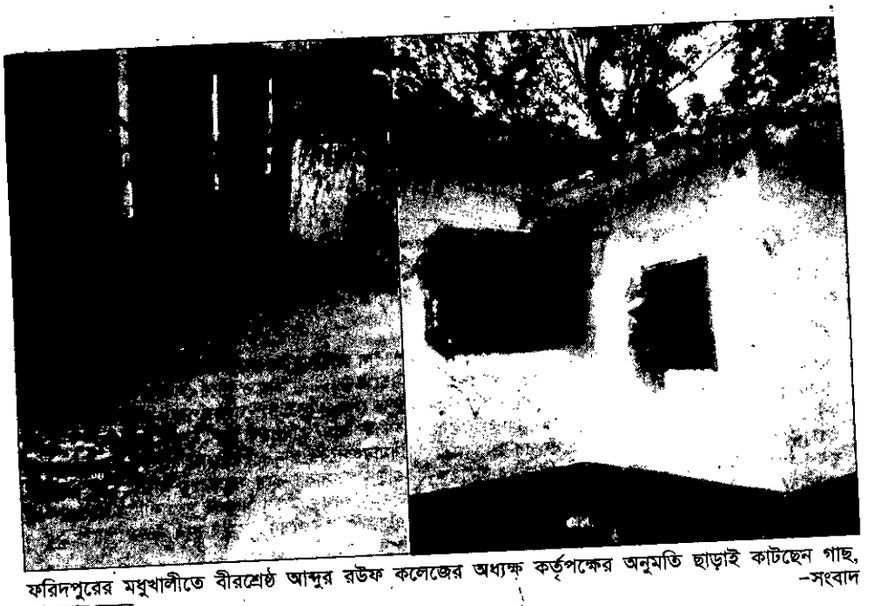

ফরিদপুরের মধুখালীতে বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কাটছেন গাছ, ভাঙছেন ভবন –সংবাদ

মধুখালীর সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনুমোদন ছাড়া অর্ধশত গাছ কর্তনের অভিযোগ

প্রতিনিধি, মধুখালী (ফরিদপুর)

সরকারি অনুমোদন ছাড়াই মধুখালী উপজেলার কামারখালীর সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ আবদুর রউফ কলেজ ক্যাম্পাস ও বাইরের ছাত্রাবাস এলাকার পুরাতন প্রায় অর্ধশতাধিক মেহগনি গাছ কর্তন এবং কৃষি অধিদপ্তরের মালিকানাধীন একটি পুরাতন বিল্ডিং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ভাঙার অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ এমডি মাহাবুব আলমের বিরুদ্ধে। গাছগুলো বেঞ্চ তৈরির অজুহাতে কর্তন করা হয়েছে বলে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসের পুরাতন ও নতুন ৪৭টি বড় ও মাঝারি গাছ কর্তন করেন অধ্যক্ষ স্যার। তাতে চেড়াইকৃত কাঠের পরিমাণ এক হাজার সিএফটি হবে। কলেজে বেঞ্চ সংকট দেখিয়ে এক সময় তিনি কলেজের জন্য ১১০ জোড়া বেঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেন। কামারখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. লুৎফর রহমান ও আড়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান বাবু গত ২ ফেব্রুয়ারি উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় নিয়মবহির্ভূতভাবে গাছ কর্তনের বিষয়ে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। সরেজমিনে কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে বেঞ্চের তৈরির কাজ চলছে। কথা হয় কলেজ অধ্যক্ষ এমডি মাহবুব আলমের সাথে। তিনি জানান, গত ডিসেম্বর-২০১৫ মাসে একাডেমিক কনসুলেন মিটিং-এ গাছ কাটার অনুমোদন নেওয়া হয়। কলেজ ক্যাম্পাস ও বাইরের ছাত্রাবাস এলাকা থেকে গাছ কাটা হয়েছে। তিনি দাবি করে বলেন, কলেজ উন্নয়ন করতে হলে গাছ কাটতে হবে এবং ক্যাম্পাসের মাঝের পুরাতন বিল্ডিং ভাঙতে হবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিতে গেলে দেরি হবে বিধায় আমার নিজ দায়িত্বে গাছগুলো কেটেছি ও বিল্ডিং ভাঙা শুরু করেছি। অধ্যক্ষ এমডি মাহবুব আলম রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি কলেজের স্বার্থে কাজগুলি করেছি, কৈফিয়ত দিতে হয় আমি ডিপার্টমেন্টকে দিব। আপনারা লিখেন। আমার অনেক ক্ষমতা আমি দেখবো। আমার একটা ফোনের অনেক মূল্য। এ দিকে মধুখালী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খালেদা পারভীন অভিযোগ করে বলেন, কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে যে ভবনটি ভাঙ্গা হচ্ছে সেটি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মালিকানাধীন ৮ শতাংশ জমির মধ্যে উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের কোয়াটার নির্মাণ করেছিলেন। অধ্যক্ষ সাহেবকে নিষেধ করা হলেও তিনি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ওটা নিজ দায়িত্বে ভাঙতে শুরু করেছেন। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার লুৎফুন নাহার বলেন, গত রোববার সরেজমিনে গিয়ে গাছ কাটা এবং বিল্ডিং ভাঙা বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গেল। সরকারি নিয়মকানুন মানা হয়েছে কি-না জানা দরকার। অধ্যক্ষ সাহেব ছুটিতে থাকায় কথা হয়নি। সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হবে।